ভাড়াটিয়া অধিকার সংরক্ষণ, পারিবারিক কল্যাণ এবং ভাড়াটিয়াদের জীবন-মান উন্নয়ণ এই তিন মন্ত্রে সমবেত প্রচেস্টা:

ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স)

আমরা সবাই জানি বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়া দ্বন্ধ দীর্ঘদিনের চাদরঢাকা অনোল্লেখিত একটি বিষয়। বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়া চিত্রটিও সর্বসাধারনের কাছে অত্যন্ত পরিস্কার। অস্বাভাবিক বা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া চিত্রটির যথারীতি রূপ হলো: ভাড়াটিয়া নির্যাতীত আর যথারীতি নিপীড়কের ভুমিকায় থাকেন বাড়ীওয়ালা। আলোচ্য নির্যাতনের কথা সকলের জানা থাকলেও বর্তমানে উক্ত নির্যাতনের মাত্রা কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে, নির্যাতনের স্বরূপ কী, ভয়াবহতা কী রকম এবং গণহারে ভাড়াটিয়া নির্যাতনের ফলে ভাড়াটিয়াদের জীবন-যাপন, নাগরিক জীবন সর্বোপরি সূষ্ঠ নগরায়নে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কিংবা অনাগত দিনে পড়তে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সকলের ধারণা কিন্তু পরিস্কার নয়। মানবাধিকার ইস্যুতে কর্মরত অনেক সংস্থা কিংবা মানবাধিকার কর্মীদের কাছেও ভাড়াটিয়া নির্যাতন বিষয়ে গবেষণালব্দ কোন তথ্য নেই। বর্তমানে দেশে সূ-নির্দ্দিষ্টভাবে এই সেক্টরে কাজ করে এমন কোন প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম এখনও পর্যন্ত শুনা যায়নি। বাংলাদেশে বিশেষত: শহরগুলোতে বসবাসকারী অধিকাংশ নাগরিকই ভাড়াটিয়া। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্রাংশই হচ্ছে বাড়ীওয়ালা। বিশ্ব-ইতিহাস স্বাক্ষী: পৃথিবীর সকল ছোট-বড় শহরগুলো সৃষ্টি হয়েছে অধিকাংশই ভাড়াটিয়াদের মেধা আর শ্রম দিয়ে। মুলত: ভাড়াটিয়াদের নিয়েই গঠিত হয় নগরায়ন, শিল্পাঞ্চল, অর্থনীতির অন্যান্য বুনিয়াদ। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যাদের মেধা ও শ্রমে নগর প্রতিষ্ঠিত হয় ওই নগরে তাদের মাথা গুজার ঠাই হয় না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সূবর্ণ যুগে এই বিশাল একটি জনগোষ্ঠি দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাবে, অন্তত: এই দুরবস্থা কারো কাম্য হতে পারে না। দুর-দুরান্ত থেকে আসা ভাড়াটিয়ারা শহরে বসবাস করতে গিয়ে কী কী ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, বাড়ীওয়ালা কর্তৃক ভাড়াটিয়াদের উপর নির্যাতনের প্রকৃতি, মাত্রা, কারণ, স্বরূপ এবং ব্যাখ্যা ও ফলাফল নিয়ে কোন গবেষণাপত্র এখনও পর্যন্ত হয়নি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আমরা ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থার (ভাক্স) উদ্যোগে ইতিমধ্যে একটি পুণার্ঙ্গ ও পরিপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে বসবাসরত ভাড়াটিয়াদের উপর জরিপ কার্যক্রম শুরু করেছি। জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে আমরা বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী, তৃণমুল গবেষক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বাড়ীওয়ালা প্রতিনিধি, ভাড়াটিয়া প্রতিনিধি, সূশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি টিম গঠনের মাধ্যমে ভাড়াটিয়া নির্যাতনের কারণ, ব্যাখ্যা ও ফলাফল এবং প্রতিকারের উপায়সহ একটি যথার্থ গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জরিপ কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন না হলেও প্রাথমিক জরিপে আমরা নির্যাতনের যে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছি তা জনগণের সদয় অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেস্টা করছি।

১. বাড়ীওয়ালা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীন ইচ্ছামাফিক ঘরভাড়া নির্ধারণ।
২. বছর বছর লাগামহীন অযৌক্তিক, অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘরভাড়া বৃদ্ধি।
৩. রাষ্ট্রিয় আইনের তোয়াক্কা না করে ঘরভাড়ার বিপরীতে অযৌক্তিক এবং অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণের অগ্রিম অর্থ (অফাধহপব গড়হবু) আদায়।
৪. রসিদ বিহীন ভাড়া আদায়।
৫. ঘরভাড়া বৃদ্ধির বিপরীতে ভাড়াটিয়ার ন্যায্য পাওনা: বসবাসের নুন্যতম সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা। যেমন : ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত অপ্রতুল ও অনিয়মিত পানি সরবরাহ, ঘর মেরামত ও রং না করা, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার অভাব ইত্যাদি।

৬. বিনা কারণে কিংবা কথায় কথায় বাড়ী ছাড়ার নোটিশ। ভাড়াটিয়া পুরানো হয়ে গেলে তাকে উচ্ছেদ করে নতুন করে ভাড়াটিয়া নিয়ে বাড়ীওয়ালা আবারো নতুন করে ইচ্ছামতো ঘরভাড়া নির্ধারণসহ নতুন করে অতিরিক্ত অগ্রিম অর্থ আদায়ের নতুন খেলায় মেতে উঠেন।
৭. জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে/ মিথ্যা ছল-চাতুরী করে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ।
৮. বিদ্যুৎ বিলের কপি না দেখিয়ে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো বিদ্যুৎ বিল আদায়।
৯. বিল্ডিং এর পানির মোটরে অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন ব্যবহার কিংবা চুরি করে ভাড়াটিয়ার মিটারে সংযোগ দিয়ে পানি উত্তোলন।
১০. ভাড়াটিয়াদের চাবি না দিয়ে মূল ফটক ও ছাদে তালা দিয়ে রাখা। যার ফলে দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ-আপদে রাত-বিরাতে ভাড়াটিয়ারা ক্ষতিগ্রস্থ বা হয়রানির স্বীকার হন।
১১. ভাড়াটিয়াদের সাথে দুর্ব্যবহার, মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন।
১২. বাসায় ভাড়াটিয়াদের আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসলে তাদের সামনে মেহমান আসার কারণ নিয়ে দুর্ব্যবহার করা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা।
১৩. ঘরভাড়ার বিপরীতে বাড়ীওয়ালার আয়কর, পৌরকর অনাদায় ও ফাঁকি দেয়া।
১৪. ভাড়াটিয়াদের সাথে বাড়ীওয়ালার পশুসুলভ ও সামন্তপ্রথার মতো প্রভুসুলভ আচরণ ইত্যাদি আজ ভাড়াটিয়াদের জীবন-যাপন আরো বেশী দুর্বিসহ করে তুলেছে।
১৫. সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী অত্যাচারের সর্বশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে "বাড়ীওয়ালার হাতে ভাড়াটিয়া খুন"।

নগরায়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমানে শহরগুলোতে দিন দিন ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বেড়েই চলছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাড়ীওয়ালাদের নির্যাতনের মাত্রা। যা সুষ্ঠ নগরায়নে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে খুব শীঘ্রই আমাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। সুতারাং এখনই সময় এই অচলাবস্থা নিরসনে প্রশাসন ও সুশীল সমাজের এগিয়ে আসা। আমরা বিশ্বাস করি এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কেউ না ভাবলেও ভাড়াটিয়ারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। স্বল্পআয়ের ভাড়াটিয়া নাগরিকেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র প্রয়োজন সচেতনতা এবং সু-সংগঠিত হওয়া। ভাড়াটিয়ারা সংঘবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিরাজমান সমস্যা সমাধানসহ নিজেদের কল্যাণ ও উন্নয়ণমুলক কর্মকান্ড এমনকি সুষ্ঠ নগরায়নে বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারেন।

আমরা কিছু স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভাড়াটিয়াদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ এবং ভাড়াটিয়াদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করি "ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স)"। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা একটি আহবায়ক কমিটির মাধ্যমে শহরের কিছু কিছু এলাকায় বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়ার বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করি। এই মধ্যস্থতায় আমরা স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিবর্গ, মসজিদের ইমাম, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ক্লাব সভাপতি, মহল্লা সর্দারদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করি এবং সংগঠিত আকারে আমাদের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিই যে, সংস্থার অনুসংগঠন হিসেবে "ভাড়াটিয়া অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ (ঞবহধহঃং জরমযঃং চৎবংবৎাধঃরড়হ ঈড়ঁহপরষ - ঞজচঈ)" ব্যানারে চট্টগ্রাম শহরের সকল থানায় থানা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি / মহল্লা কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৪১টি ওয়ার্ডের ভাড়াটিয়াদের সু-

সংগঠিত করবো। ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স) একটি পেশাদার আধুনিক উন্নয়ণ সংস্থা হিসেবে ভাড়াটিয়াদের সংগঠিত করে তাদের **(১) অধিকার সংরক্ষণ (২) ভাড়াটিয়াদের পারিবারিক কল্যাণ (৩) স্বল্পআয়ের অভাবগ্রস্থ ভাড়াটিয়াসহ সর্বস্তরের ভাড়াটিয়াদের জীবন-মান উন্নয়ণ এই তিনটি সেক্টরে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্যায়ে কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।**

* প্রথম পর্যায়ের কর্ম-পরিকল্পনা:

- সর্বস্তরের ভাড়াটিয়াদের সংগঠিত করা।
- ভাড়াটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমবেত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- সমবেত অংশহগ্রহণে ভাড়াটিয়াদের পারিবারিক কল্যাণ ও জীবন-মান উন্নয়ণে সচেতনতামুলক বৈঠক, কর্মশালা, সেমিনার ও ভাড়াটিয়া সমাবেশের আয়োজন করা।
- বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়া উভয়কে ঘরভাড়া বিষয়ে রাষ্ট্রিয় আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- নির্যাতীত ভাড়াটিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা।
- নির্যাতীত ভাড়াটিয়াদের লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করে অভিযোগপত্রের কপিসহ সংস্থার প্যাডে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা: ভাড়া নিয়ন্ত্রক, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার দপ্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদনপত্র প্রেরণ এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এর সাহার্য্য চেয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ।
- নির্যাতীত ভাড়াটিয়াদের করণীয় সম্পর্কে আইনী পরামর্শ দেয়া।
- নির্যাতন প্রতিকারে রাষ্ট্রিয় প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাড়াটিয়দের সচেতনতায় লিফলেট, পোষ্টার, বুকলেট প্রকাশ করা।
- রাষ্ট্রিয় ঘরভাড়া আইন বাস্তবায়ন ও ভাড়াটিয়া নির্যাতন বন্ধে শুক্রবার মসজিদে খোৎবায় আলোচনার জন্য ইমাম সাহেবদের উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় ঘরভাড়া বিষয়ে রাষ্ট্রিয় আইন বাস্তবায়ন ও ভাড়াটিয়া নির্যাতন বন্ধে বক্তব্য রাখার লক্ষ্যে উৎসাহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- রাষ্ট্রিয় প্রচলিত ঘরভাড়া আইন / ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সরকারী শাসনযন্ত্রকে সহযোগিতা করা।
- ভাড়াটিয়া নির্যাতন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার সহায়তা নিয়ে কার্যকর "মনিটরিং সেল" / "ওয়াচ গ্রুপ" গঠন করা।
- ভাড়াটিয়াদের নির্যাতনের অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ডিজিটাল চ্যানেলে সংবাদ আকারে প্রকাশের জন্য প্রেস রিলিজ প্রেরণ বা সাংবাদিক সম্মেলন করা।
- ভাড়াটিয়াদের অভিযোগ সঠিকভাবে রেজিষ্টারে নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে নির্যাতন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা।
- নির্যাতীত ভাড়াটিয়াদের আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্লাস্ট, মানবাধিকার সংস্থাসমুহকে সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধপত্র প্রেরণ।
- নির্যাতীত ভাড়াটিয়াদের আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী আইনজীবিদের নিয়ে একটি "লিগ্যাল সেল" গঠন করা।

- বাসা খালী, বাসা ভাড়া ইত্যাদি তথ্যসেবাসহ বাসা পরিবর্তনে (ঝযরভঃরহম) ব্যস্ত চাকুরীজিবী দম্পতি ভাড়াটিয়াদের প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিবহণ সরবরাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

* দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষিত কর্ম-পরিকল্পনা:

- ভাড়াটিয়াদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে "লিগ্যাল সেল" গঠন এবং নির্যাতীত ভাড়াটিয়দের আইনী সহায়তাসহ সর্বাত্মক সহায়তা নিশ্চিত করা।
- শহরের জমির মূল্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য সুবিধাদির ভিত্তিতে পুরো শহরের অঞ্চলভেদে একটি গ্রহণযোগ্য ভাড়া নির্ধারণসহ সূষ্ঠ ঘরভাড়া নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন / তদবীর করা।
- ভাড়াটিয়াদের পারিবারিক কল্যাণে ভাক্স এর ব্যবস্থাপনায় স্কুল-কলেজ বাস ও অফিস বাস সার্ভিস চালু করা।
- গর্ভবতী মা, অসুস্থ শিশু, বয়স্ক রোগী পরিবহনে জরুরী অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, মরদেহ পরিবহন সার্ভিস চালুকরণ।
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে ভাড়াটিয়াদের প্রাথামিক ফ্রি চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
- জটিল রোগে আক্রান্ত ভাড়াটিয়াদের দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ডাক্তার/হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সেবা প্রদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ভাড়াটিয়ার মেধাবী সন্তানদের দেশ-বিদেশে উন্নত / প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে পুর্ণাঙ্গ সহায়তা নিশ্চিত করা।

* তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষিত কর্ম-পরিকল্পনা:

- স্বল্পআয়ের অভাবগ্রস্থ ভাড়াটিয়াদের জীবন-মান উন্নয়ণে আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের ঘরে বসে থাকা স্ত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে আর্থিক যোগান দেয়া পূর্বক উৎপাদনে নিয়োজিত করে তা সঠিক বাজারজাতকরণে কার্যকর নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা।
- চাকুরীজিবী ভাড়াটিয়াদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতম করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ফ্রি কোর্স (যেমন ইংরেজী ভাষা কোর্স, ব্যবস্থাপনা, আই.টি কোর্স ইত্যাদি) আয়োজন করে তাদেরকে আরো অধিক পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্ব-স্ব অবস্থানে অধিক প্রতিষ্ঠিত করে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- ভাড়াটিয়াদের দিনের চাকুরী শেষে সন্ধ্যাকালীন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা।
- ভাড়াটিয়াদের সন্তানদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে সরকারী-বেসরকারী সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানী করার মাধ্যমে তাদের পরিবারে সচ্চলতা আনা।
- ভাড়াটিয়াদের চিকিৎসার জন্য স্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ করা ।
- ভাড়াটিয়াদের জন্য নতুন নতুন ধারণা নিয়ে গবেষণালব্দ সৃজনশীল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের জীবনে দারিদ্রের ঘুর্ণিচক্র ভেঙে নতুন দিন আনার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

মুলত: আমরা বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়া আইন বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ, অসহায় ভাড়াটিয়াদের প্রতি বাড়ীওয়ালাসহ অন্যান্য দুস্কৃতিকারীর নির্যাতন প্রতিরোধ, ভাড়াটিয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভাড়াটিয়াদের পারিবারিক কল্যাণ এবং

স্বল্পআয়ের ভাড়াটিয়াদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সীমিত সাধ্যের বৃহৎ পরিকল্পনা।

আমরা সমাজসেবায় নবীন এবং এখনো সংগঠনটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে সংগঠিত করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের উৎসাহ, প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা এবং সততার ঘাটতি নেই। এ প্রেক্ষাপটে সংগঠনটির স্থায়ীত্ব রক্ষা, সততার সাথে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে আমাদের এই মহৎ, অকৃত্রিম উন্নয়ণযাত্রায় সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তর, কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসনসহ প্রিন্ট ও ভিজ্যুয়াল মিড়িয়ার সাংবাদিক ভাইদের কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য সবিনয় আহবান জানাচ্ছি।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ
সাধারন সম্পাদক
ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স)

(A Mission of Rights, Welfare & Development of Tenants)